প্রাথমিক শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা

শাহাদাত আনসারী

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ২৭ জুন ২০১৯

নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর এখন সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা (ছুঁধষরঃু ঊফঁপধঃরড়হ) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষ, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও আদর্শ নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে এখন আধুনিক রূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

শিক্ষার মাধ্যমে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক (ঝড়পর-বপড়হড়সরপ) অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। আর শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হলে দেশের ভবিষ্যৎ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। কারণ দেশের পরিচালক তথা বড় বড় কর্তা ব্যক্তিদের শিক্ষার মান ও যোগ্যতা তখন আশানুরূপ থাকে না। বর্তমানে বাংলাদেশে

স্বাক্ষরতা হার (খরঃবৎধপু ৎধঃব) ক্রমাগত বাড়ছে। এ বর্ধিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিক করার জন্য শিক্ষদের জন্য আইসিটি ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে তারা বিদ্যালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে সক্ষম হচ্ছেন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (ঝঁং◌ঃধরহধনষব উবাবষড়ঢ়সবহঃ এড়ধষ) এর ১৭টি লক্ষ্যের অন্যতম লক্ষ্য- ‘সবার জন্য নায্যতাভিত্তিক ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।’ বাংলাদেশ এ লক্ষ্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে মানসম্মত শিক্ষা (ছঁধষরঃ◌ু ঊফঁপধঃরড়হ) নিশ্চিতকরণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আবার অনেক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। আর এ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা দিতে পারবেন।

বর্তমানে শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও

প্রোজেক্টর এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধাতিতে পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায় প্রতি বছর বিজ্ঞপ্তির মাধমে মেধাবীদের প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ইনস্ট্রাক্টর ও পিটিআই অভ্যন্তরীণ পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ঘাটতি কাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ নিশ্চয় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মানসম্মত শিক্ষা (ছঁধষরঃু ঊফঁপধঃরড়হ) অর্জনে সহায়ক হবে। তবে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠান উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এখনও জনবল ঘাটতিতে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে রিসোর্স সেন্টার আছে এবং এখানে একজন ইনস্ট্রাক্টর ও একজন সহকারী ইনস্ট্রাক্টর পদ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সেন্টার একজন ইনস্ট্রাক্টর বা একজন সহকারী ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে একজন করে অফিসার ঘাটতি। শিক্ষার মান উন্নয়নে অবশ্যই দ্রুত বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে এ ঘাটতি কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধির জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং পিটিআই এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শন করলে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং পেশার প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। এ

জবাবাদাহিতা ও পেশার প্রতি আন্তরিকতা মানসম্মত শিক্ষা (ছঁধষরঃু ঊফঁপধঃরড়হ) অর্জনে সহায়ক হবে। আবার স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (ঝগঈ) মাধ্যমেও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ তাদের পেশার প্রতি দ্যায়িত্বশীল ও কাজে যতœশীল হচ্ছেন। তবে বর্তমানে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়নভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক বিশেষত (ঝড়বপরধষষু) পরিদর্শক থাকা প্রয়োজন। তাদের কাজ হবে শুধুই বিদ্যালয় পরিদর্শন করে উর্ধ্বতন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রতিবেদন পেশ করা। এক্ষেত্রে শিক্ষায় বিশেষ ডিগ্রি যেমন- বিএড, ডিপিএড, সিএনএড ডিগ্রিধারীদের নিয়োগদানের মাধ্যমে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা যায়।

শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ও পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক নামে একটি শ্রেণী আছে। এদের জন্য সরাসরি একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আবার এ ক্লাসের অভ্যন্তরীণ গঠন অন্য ক্লাসের চেয়ে ভিন্ন। এ ক্লাসের শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। বিদ্যালয়ে শুধু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক থাকলেই হবে না এর সঙ্গে অন্যান্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন যেমন- চারুকলা, সঙ্গীত, ক্রীড়া শিক্ষক থাকা প্রয়োজন। আবার অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য ছিল। সহকারী শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত হিসবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

(বিপিএসসি) এর মাধ্যমে নন ক্যাডার পদ থেকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ফলে অবশ্যই এর অনেকটা সমাধান হয়েছে। আবার সিনিয়র শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এখনও অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূণ্য। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রেখে শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য তথা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন কঠিন হবে।

বর্তমানে শহরের বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিনে কয়েকটা শিফট চালু আছে। এতে কর্মজীবী অভিভবকরা তদের সুবিধামতো শিশুকে স্কুলে পাঠাতে পারছেন। এতে একই স্কুলে দিনে অনেক শিশু শিক্ষালাভ করতে পারছে। আমাদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থীর তুলনায় বেশি ভর্তি করতে হয়। বিশেষ করে গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে এটি বেশি। তাই বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের পরিবেশ থাকে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিফট ব্যবস্থা চালু করা দরকার। এতে নতুন বিদ্যালয় তৈরি বা নতুন ভবন তৈরি না করে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব। এজন্য সাধারণ শিক্ষকের সঙ্গে চারুকলা, সঙ্গীত, ক্রীড়া বিষয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়ার পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (ঋড়ঁহফধঃরড়হ এৎধরহরহম) হিসেবে পিটিআই এর মাধ্যমে ১৮ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা

ইন প্রাইমারি ইডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে শিক্ষকের পেশাগত মনোভাব জোরদার হচ্ছে এবং পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেক পিটিআই এ একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও একজন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ছাড়াও ১২ জন ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ) ও ৪ জন বিষয়ভিত্তিক (কৃষি, বিজ্ঞান, চারুকারু, শরীরচর্চা) ইনস্ট্রাক্টর পদ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ পিটিআই এ প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রাক্টর নেই। ফলে ইনস্ট্রাক্টরদের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া অনেকটা কঠিন হচ্ছে। এতে মানসম্মত শিক্ষার পরিকল্পনা দুরূহ হচ্ছে। তাই মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে ইনস্ট্রাক্টর ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) এর মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নম্বর (১১-৫৬)/২০১৯ এর ক্রমিক নং ১১ ও ১২ এ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ইনস্ট্রাক্টর (বিজ্ঞান) এর জন্য আবেদন চাওয়া হয়। যোগ্যতা হিসেবে চাওয়া হয়েছিল কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২য় শ্রেণীর বিএসসি ডিগ্রিসহ ২য় শ্রেণীর এম.এড. ডিগ্রি অথবা ২য় শ্রেণীর এমএসসি ডিগ্রিসহ ২য় শ্রেণীর বিএড ডিগ্রি। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক বিষয় কোড-এ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, মৃত্তিকা

বিজ্ঞান ও বি.এস.সি (পাস কোর্স) এর সঙ্গে এমএসসি ডিগ্রিসহ বিএড ডিগ্রীধারীদের বিষয় কোড দিয়ে ইনস্ট্রাক্টর (বিজ্ঞান)- এ দরখাস্তের সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ের অন্তর্গত পপুলেশন সায়েন্স, ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রিধারীদের বিএড থাকলেও ইনস্ট্রাক্টর (বিজ্ঞান) এ নিয়োগের জন্য আবেদনের সুযোগ দেয়া হয়নি। এমন ধরনের অযৌক্তিক ঘটনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর মনে হয় চিন্তা করেন না। বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগের সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং তারাও যে ইনস্ট্রাক্টর (বিজ্ঞান) এর যোগ্যতা রাখে তা ভাবা প্রয়োজন। পরবর্তীতে যেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিভাগে ডিগ্রিধারীরা এমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিশুদের আগামী দিনের স্বনির্ভর (ঝবষভ উবঢ়বহফবহঃ), সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তার আছে। আবার শিশুদের মধ্যে নেতৃত্ব চর্চার জন্য তাদের মধ্যে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন ব্যবস্থা চালু আছে। আবার সপ্তাহের শেষদিন প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে অন্যান্য শিক্ষকসহ শিশুরা সামাজিক কাজ তথা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করে। এসব কিছু শিক্ষার মানকে বৃদ্ধি করবে। তবে তাৎক্ষনিক কোন বিপদে পড়লে শিশুদের কী করণীয় হবে এ বিষয়ে অনেক বিদ্যালয়ে শেখানো হয় না। ফলে শিশুরা সহজেই অন্যের দ্বরা

প্রতারিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও মেধাকে সবল করার জন্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এসব কর্মসূচি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অভিনয়ের ছলে শিখাতে হবে। তাহলে শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা নিজেকে বদলিয়ে সমাজ পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মোটা অঙ্কের বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। আবার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। এসব পরিকল্পনা মানসম্মত শিক্ষার্জনে সহায়ক হবে। কিন্তু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশের নিজস্ব প্রশস্ত খেলার মাঠ নাই। স্কুলের সামনে কোন বাগান নাই। ফলে শিশুরা শরীরচর্চা ও খেলাধুলা ছাড়া বেড়ে উঠছে। এতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে না। আবার স্কুলের বাগান না থাকায় শিশুরা গাছ লাাগনো ও এর পরিচর্যা বিষয়ে শুধু পাঠ্যপুস্তক নির্ভর জ্ঞানার্জন করছে। বাস্তবে কীভাবে গাছ লাগাতে ও পরিচর্যা করতে হয় তা জানতে পারছে না। ফলে পরিবেশ বিষয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন হতে পারছে না।

সবার জন্য নায্যতাভিত্তিক ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করতে হবে। বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে তথ্যপ্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু জিপিএ ৫ বা পাসের হার বৃদ্ধি নয়। শিক্ষার

গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় সব ঘাটতি পূরণ করে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের আদর্শ ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে সম্মুখে এগিয়ে যেতে পারব এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারব।

[লেখক : শিক্ষা গবেষক ও কলাম লেখক]
ansarisahadat4@gmail.com